তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৪
(তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৯ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার প্রত্যয়ে শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে- যা দেশের নাগরিকদের জানার অধিকার রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগরিকদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কর্মকান্ডের তথ্য জানা ও প্রাপ্তির আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে ''জাতীয় শিল্পনীতি'' প্রণয়ন করা হয়। ''জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০'' এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ ছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয় বিগত বছরগুলোতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নকল্পে বিসিক ও বিটাকের মাধ্যমে ব্যাপকহারে যুব ও যুবমহিলাদেরকে হাতে কলমে বিভিন্ন ট্রেডে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে ও সঠিক সময়ে চাহিদা মাফিক সার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সারের যে কোন সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হয়েছে। বিএসটিআই দেশের পণ্যমান নির্ধারণসহ পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। নাগরিকদের এ সমস্ত তথ্য জানা ও প্রাপ্তির সুবিধার্থে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা স্বচ্ছতার সাথে জনগণের মধ্যে প্রকাশের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে '' তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০১৪" অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

মো: মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি

সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের পটভূমি	১
২.	নির্দেশিকার উদ্দেশ্য	১
৩.	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি	১
৪.	সংজ্ঞা	২
৫.	তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস	৩
৬.	স্ব-প্রণোদিত তথ্য	৩
৭.	চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য	৩
৮.	কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়	৩
৯.	তথ্যের ভাষা	৩
১০.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং কর্মপরিধি	৪
১১.	আবেদন প্রক্রিয়া	৪
১২.	তথ্য প্রদানের সময়সীমা	৪
১৩.	তথ্যের মূল্যতালিকা	৪
১৪.	তথ্য প্রদানে অপারগতা	৪
১৫.	আপীল প্রক্রিয়া ও সময়সীমা	৫
১৬.	পরিশিষ্ট তালিকা	৫
১৭.	ফরমের তালিকা	৫
১৮.	পরিশিষ্ট-১ স্বপ্র-ণোদিত তথ্যের তালিকা	৫
১৯.	পরিশিষ্ট-২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্যের তালিকা	৬
২০.	পরিশিষ্ট-৩ যে সমস্ত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়	৬
২১.	পরিশিষ্ট-৪ তথ্য অবমুক্তকরণের ছক	৬
২২.	ফরম ক: তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র	৭
২৩.	ফরম খ: তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ	৮
২৪.	ফরম গ: আপীল আবেদন	৯
২৫.	ফরম ঘ: তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি	১০

প্রথম অধ্যায় : নীতিমালার সাধারণ বিষয়

নির্দেশিকা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ: শিল্প মন্ত্রণালয়
নির্দেশিকা জারির তারিখ: ২১ জানুয়ারি, ২০১৫
যে নামে নির্দেশিকা কার্যকর হবে : তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাথমিক বিষয়াদি

১.০০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের পটভূমি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পায়ন অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্রায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ত্বরিৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করে। শিল্প মন্ত্রণালয় দেশে শিল্প স্থাপন ও প্রসারে নীতি নির্ধারণ এবং কৌশল প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করে আসছে। স্বাধীনতার পূর্বে বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ হিসেবে ঢাকায় শিল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত হত। সরকারের নীতিমালায় ও উন্নয়ন কৌশলে পরিবর্তনের ফলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি সংকুচিত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সৃষ্টি করা হয়। সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৫৯৩ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫২১ টি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয় এবং ৩৩টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট ৩৯ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর আওতায় ১৩ টি, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর অধীনে ১৭টি এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অধীনে ০৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

১.১ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে আইনের বিধান সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যেকোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। জনগণের শাসনতান্ত্রিক ও আইনগতভাবে তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনসম্পৃক্ত তথ্য অবমুক্তকরণ ও প্রচারের লক্ষ্যে একটি বিধিগত কাঠামো প্রণয়ন।

১.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি

শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্প সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার নীতি ও কর্ম কৌশল প্রণয়ন করে থাকে। এ সকল কর্মকান্ড শিল্প সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডার এবং নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত

রাখার নীতিতে শিল্প মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে অবাধ তথ্য প্রবাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশের নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী।

২.০০ সংজ্ঞা

(ক) তথ্য : তথ্য অর্থে শিল্প মন্ত্রণালয়ের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভূক্ত হবে;
তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভূক্ত হবে না ;

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়োজিত কর্মকর্তা।

(গ) তথ্য প্রদান ইউনিট : শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অধীনে গঠিত তথ্য প্রদান ইউনিট।

(ঘ) কর্তৃপক্ষ: কর্তৃপক্ষ বলতে শিল্প মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

(ঙ) আপীল কর্তৃপক্ষ : আপীল কর্তৃপক্ষ বলতে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে।

(চ) তথ্য কমিশন : তথ্য অধিকার আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিশন।

তৃতীয় অধ্যায় : নীতিমালা

৩. তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী এসব তথ্য সরবরাহ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় বাধ্য থাকবে।
শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষিত তথ্য সমূহকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে-

- স্ব-প্রণোদিত তথ্য
- চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য
- কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

৩.১ স্ব-প্রণোদিত তথ্য

এই শ্রেণির আওতাভূক্ত তথ্যগুলো পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ করা আছে যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিতভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moind.gov.bd) প্রকাশিত থাকবে।

৩.২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য

এই শ্রেণির আওতাভুক্ত তথ্যগুলো পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা আছে। তালিকাটি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ও অনুমোদিত হবে। এ জাতীয় চাহিদাকৃত তথ্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদাকারীকে প্রদান করতে পারবে। এ তালিকাটি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬ মাস পর পর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

৩.৩ কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

এই শ্রেণির আওতাভুক্ত তথ্যগুলো পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লেখ করা আছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত শিল্প মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রযোজ্য কতিপয় তথ্য যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে শিল্প মন্ত্রণালয় বাধ্য থাকবে না। এ তালিকাটি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ও অনুমোদিত হবে। এ তালিকাটি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬ মাস পর পর পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে সংযোজন/বিয়োজন করা হবে।

৪. তথ্যের ভাষা

(ক) ৩ নং সেকশনে প্রদেয় যেসব তথ্যের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে।
(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্যটি যেভাবে প্রকাশ, ছাপা এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে সেভাবেই প্রদান করা হবে।
(গ) শিল্প মন্ত্রণালয় কোন তথ্য ভাষান্তর/ অন্য ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তর করে দেয়ার দায়িত্ব নিবে না।

৫. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং কর্মপরিধি

তথ্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই, তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ, বিধি মোতাবেক তথ্য সরবরাহ, তথ্য সংরক্ষণ এ তথ্য প্রকাশে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী। ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য চাহিদাকারী হলে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সার্বিক সহায়তা করা। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে কমিশনের অন্য কোন পারদর্শী কর্মকর্তার সহযোগিতা নিতে পারবেন।

৬. আবেদন প্রক্রিয়া

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে নির্ধারিত ফরমেটে মুদ্রিত ফরমে (ফরম 'ক') বা সাদা কাগজে বা ই-মেইলে আবেদন করতে পারবেন । আবেদনের ফরম শিল্প মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে-
(অ) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;
(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;
(ই) আবেদনকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী;
(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি;
(উ) আবেদনকারী প্রতিবন্ধী হলে সহায়তাকারীর তথ্য।

৬.১ তথ্য প্রদানের সময়সীমা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা না থাকলে আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

৭. তথ্যের মূল্যতালিকা

ছাপানো তথ্যের জন্য যেখানে মূল্য নির্ধারিত রয়েছে সেই প্রতিবেদন বা কপির জন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিল 'ঘ' ফরম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

৮. তথ্য প্রদানে অপারগতা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাওয়ার ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

৯. আপীল প্রক্রিয়া ও সময়সীমা

কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৯ (১) (২) বা (৪) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন। আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা'র ফরম 'গ' অনুযায়ী করা যাবে। আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৬ বিধি মতে শুনানী শেষে আপীল নিষ্পত্তি করবেন।

১০. পরিশিষ্ট তালিকা

(অ) পরিশিষ্ট-১ স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা;
(আ) পরিশিষ্ট-২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্যের তালিকা;
(ই) পরিশিষ্ট-৩ যে সমস্ত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়;
(ঈ) পরিশিষ্ট-৪ তথ্য অবমুক্তকরণের ছক;

১১. ফরমের তালিকা

(অ) ফরম 'ক'-তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র;
(আ) ফরম 'খ' –তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ;
(ই) ফরম 'গ'-আপীল আবেদন;
(ঈ) ফরম 'ঘ'- তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি।

পরিশিষ্ট-১ স্ব-প্রণোদিত তথ্যের তালিকা:

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম (এলোকেশন অব বিজনেস)
- কার্যবন্টন
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নাম, পদবী ও দায়িত্ব এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা
- বার্ষিক প্রতিবেদন
- শিল্প মন্ত্রণালয়ে বাজেট ও বাজেট প্রক্ষেপন (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)
- নাগরিক সনদ
- সকল প্রকাশিত প্রতিবেদন
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োজিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশনারদের নাম, পদবী ও ঠিকানা
- বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি সংক্রান্ত তালিকা
- শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাজেট
- বাস্তবায়িত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা , প্রস্তাবিত খরচ, প্রকৃত ব্যয়ের বিবরণসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী

- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য
- সকল বিজ্ঞপ্তি/টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
- মন্ত্রণালয়ের সভা সংক্রান্ত তথ্য

পরিশিষ্ট-২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্যের তালিকা:

- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত তথ্য
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন কোম্পানি/বোর্ডের পরিচালক সংক্রান্ত তথ্য
- পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানিতব্য জাহাজের অনুকূলে অনাপত্তি সনদ (এনওসি) ইস্যু, পরিদর্শন অনুমতি এবং সৈকতায়ন (Beaching) ও বিভাজন (Cutting) অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য
- মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ক্রয় সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন: (Delegation of authority)

পরিশিষ্ট-৩ যে সমস্ত তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়:

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৭ ধারায় উল্লেখিত তথ্য
- মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের গোপনীয় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা/অনুশাসন
- মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর গোপনীয় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা/অনুশাসন
- রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত গোপনীয় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা/অনুশাসন
- কোন মন্ত্রণালয়ের সচিব/মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত গোপনীয় বিষয় সংক্রান্ত তথ্য
- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন
- সরকারিভাবে গোপনীয় হিসেবে ঘোষিত/স্বীকৃত তথ্য

পরিশিষ্ট-৪ তথ্য অবমুক্তকরণের ছক:

আবেদন সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	মাসের নাম	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	আবেদনের বিষয়	সিদ্ধান্ত		
				তথ্য প্রদানকৃত	স্থগিত	খারিজ

ফরম ক’

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১।	আবেদনকারীর নাম	: .....
	পিতার নাম	: .....
	মাতার নাম	: .....
	বর্তমান ঠিকানা	: .....
	স্থায়ী ঠিকানা	: .....
	ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	: .....
	পেশা	: .....
২।	কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)	: .....
৩।	কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)	: .....
৪।	তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা	: .....
৫।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা	: .....
৬।	তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	: .....
৭।	আবেদনের তারিখ	: .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম খ’

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর : তারিখ :
প্রতি
আবেদনকারীর নাম : .....
ঠিকানা : .....

বিষয় : তথ্য সরবরাহের অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ..... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা-

১। .....

.....

২। .....

.....

৩। .....

.....

(.....)
দায়ত্বিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবী
দাপ্তরিক সীল

ফরম গ’

আপীল আবেদন

১।	আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: .....
২।	আপীলের তারিখ	: .....
৩।	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)	
৪।	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নাম সহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	: .....
৫।	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	: .....
৬।	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	: .....
৭।	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	: .....
৮।	আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	: .....
৯।	অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	: .....

আপীলকারীর স্বাক্ষর

ফরম ঘ’

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা-

ক্রঃ নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
১	২	৩
১	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য
২	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্য (২)তথ্য সরবরাহকারী ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য
৩	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্র	বিনামূল্যে
৪	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত

কমিশনের আদেশক্রমে